85

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 22 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

সমস্যায় জর্জরিত বামনা ডিগ্রী কলেজ

বামনা ডিগ্রী কলেজ বৃহত্তর বরগুনা জেলার বামনা থানার জন্য একটি গৌরব। স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ও এলাকার দানশীল ব্যক্তিদের কঠোর পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের ফল হিসাবে, ১৯৮২ সালে বামনা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজটি হাঁটি হাঁটি পা পা করে বর্তমানে উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে। বিশেষ করে লেখাপড়ার ক্ষেত্রে। ১৯৯৩ সালে কলেজটি জাতীয় শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসাবে পুরস্কৃত হয়। বামনার কেন্দ্রবিন্দুতে এই কলেজ অবস্থিত ও পরীক্ষা কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত হলেও এই কলেজের রয়েছে অসংখ্য সমস্যা।

বামনা থানার সদর সফিপুর গ্রামে অবস্থিত টিনের দোচালা এই কলেজের সামনেই রয়েছে বড় ডোবা। ৬শ' ছাত্র-ছাত্রী এই কলেজে অধ্যয়নরত বলে কলেজ সূত্রে জানা গেছে। কলেজে শিক্ষকের স্বল্পতা রয়েছে। এই কলেজের শিক্ষক-ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পরিকল্পিত কোন ছাত্রাবাস বা প্রভাষক কোয়ার্টার নেই, যার দরুন দূর-দূরান্তের ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও লেখা পড়া করতে পারছে না নিয়মিত। নামমাত্র কোন লাইব্রেরি বা পর্যাপ্ত পরিমাণের বই এমনকি ম্যাগাজিন, দৈনিক পত্রিকা রাখা হলেও ভর্তির সময় ফি নেয়া হয়। বেশ ক'বছর যাবত বার্ষিক ক্রীড়া বন্ধ রয়েছে। একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খেলাধুলার যে সরঞ্জাম রয়েছে, তার সিকি পরিমাণও বামনা কলেজে নেই। বছরে মাত্র একবার নাট্যানুষ্ঠান, প্রতিযোগিতা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান না হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিভার কোন বিকাশ ঘটছে না। তাছাড়া বামনা কলেজের প্রভাষক বা ছাত্র-ছাত্রীদের কোন কমন রুম না থাকায় ক্লাস শেষে ছাত্র-ছাত্রীরা দারুণ অসুবিধায় পড়ে। প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ভবন, অধ্যক্ষের বাসভবন, গবেষণাগার ভবনের অভাব রয়েছে। এমনকি কলেজে পর্যাপ্ত বাথরুম ও শৌচাগার পর্যন্ত নেই। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে অন্য শহরে ভর্তি হতে হয়। অপরদিকে গরিব ছাত্র-ছাত্রীরা অর্থের অভাবে অনার্স-ভর্তি হতে না পেরে বিভাগ পাল্টাতে বাধ্য হয়। এতে প্রকৃত মেধার বিকাশ ঘটছে না। সে অনুযায়ী বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের সীমাহীন কষ্টভোগ করতে হয়।